আবিরেধি

তারাপদ ভট্টাচার্য

''দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥''

শিউলি ফুটিয়াছে। অর্থাৎ শরৎ আসিয়াছে। জলের আধার, তা সে পুকুরই হোক কিংবা নদী হোক—কানায় কানায় ভরা। সিক্ত পথে ধূলা নাই। গাছের পাতাগুলি অনেকদিন ধরিয়া জলধারা পাইয়া আপন স্বরূপে পুলকিত। মন্দ মন্দ নাচিতেছে। সূর্যের আলো বুকে লইয়া মনে হইতেছে ভারি খুশি। ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু—তাহাতে সূর্যদেব আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বড়র বড়ত্ব এইখানে। তিনি অনায়াসে ছোটর মধ্যে ধরা দিতে পারেন। ধানের খেতে কখনও আলো, কখনও ছায়া। কাশের কুসুমগুচ্ছ মনে হয় বুড়া মানুষের দল, সোজা থাকিতে না পারিয়া একে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। পুকুরগুলিতে ফুটন্ত জলপদ্ম দোল খাইতেছে। মধুলুব্ধ ভ্রমর তাহাতে বসিয়াও বসিতে পারিতেছে না। তীরে স্থলপদ্মের অনাবিল হাসি। গাছের ডালে ডালে পাতার আড়ালে বসিয়া দোয়েল, শ্যামা গলা ছাড়িয়া ডাক পাড়িতেছে। মনে হইতেছে ওই তাহাদের গান। আকাশ নীল। তাহার তলে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ভাসিয়া চলিয়াছে। রাতের নক্ষত্রগুলি যেন অনেক নামিয়া আসিয়াছে। কোন তাগিদে? ধরণীর রূপ দেখিবে বলিয়া?

অয়ি 'জটাজূটসমাযুক্তা' জননী, তোমার রম্য কৈলাসশিখর ছাড়িয়া এই সমভূমিতে পাদপাতের পূর্বক্ষণে তোমারই আগমন উপলক্ষ্যে ধরিত্রীর এই আয়োজন লিখিলাম। বিগতবছরে এমনি দিনে 'মূলর্ক্ষযুক্তা সিতসপ্তমী যা'—আশ্বিনের মূলানক্ষত্রযুক্ত যে-শুক্লা সপ্তমী, তাহাতে আরম্ভ করিয়া 'দশমীঞ্চ যাবৎ প্রপূজয়েৎ পর্বতরাজপুত্রীম্'—এই বিধান অনুসারে দশমী পর্যন্ত তোমার পূজা করিয়া পুরোহিত 'গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং চণ্ডিকালয়ম্'—যাও যাও দেবী তোমার আপনগৃহে চণ্ডিকালয়ে, 'সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ'—বছর ঘুরিলে কিন্তু তোমায় আবার আসিতে হইবে—এই বলিয়া তোমার প্রতিমার চারিদিকের রক্তসূত্রের বেষ্টনী ছিন্ন করিয়া তোমায় ছাড়পত্র দিয়াছিলেন। জননী, বছর কাটিয়াছে। বারংবার করজোড়ে বলিতেছি—'এহ্যেহি ভগবত্যম্ব'—হে ভগবতী জননী, তুমি আগমন করো, তুমি আগমন করো।

হে বিশ্বজননী, তুমি সর্বজনের। শাস্ত্র বলিয়াছেন,

মহিষাসুরমর্দিনী : উনিশ শতকের কালীঘাট পটচিত্র

''ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ
শূদ্রৈরন্যৈশ্চসেবকৈঃ।
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ
পূজ্যন্তে সর্বদস্যুভিঃ॥''

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তো বটেই, নানা সম্প্রদায়ের ম্লেচ্ছগণ এবং সমস্ত দস্যুবৃন্দও তোমার পূজা করেন। তাই তোমার পূজা 'সর্বজনেভ্যঃ হিতম্'—সবার পক্ষে হিতকর এবং সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া প্রকৃতপক্ষে 'সার্বজনীন'। সে-পূজা গৃহস্থের গৃহেই হোক বা বাহিরে মণ্ডপ গড়িয়া দলবদ্ধ মানুষের আয়োজনেই হোক।

তুমি সর্বজনের। তাই,

''সুরামাংসাদ্যুপহারৈ-
র্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ
কিরাতানাং চ সম্মতা॥''

—মদ্য, মাংস, নৈবেদ্য, জপ নাই, যজ্ঞ নাই, মন্ত্র নাই, ব্যাধ প্রভৃতি এই যে তোমার পূজা করে, সেই তামসিক পূজাও তুমি গ্রহণ কর।

'অমরকোষ' বলিয়াছেন, 'পূজা নমস্যাপচিতিঃ সপর্যার্চার্হণাঃ সমাঃ—পূজা, নমস্যা, অপচিতি, সপর্যা, অর্চা, অর্হণা—ইহারা সমার্থক শব্দ। পূজা তো যে কোনও দেবতারই হইতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে শব্দটি বিশেষ করিয়া দুর্গাপূজাকেই বোঝায়। 'পুজোর ছুটি', 'পুজোর পোশাক', 'পুজোর বাজার'—এই শব্দগুলি তাহার সাক্ষী।

সেই পূজা আগতপ্রায়। দেবীর মূর্তি গড়া নিয়া শিল্পীর ঘুম নাই। পূজার পোশাক প্রসঙ্গে ছেলেদের হুল্লোড়। দোকানপাট সাজিয়াছে থরে থরে দ্রব্যসম্ভার নিয়া। পথঘাটের খানা-খন্দ মেরামত হইতেছে। বহু বছরের পূজায় অভ্যস্ত হইলেও পুরোহিত গৃহে বসিয়া পুনশ্চ পুঁথি ঘাঁটিতেছেন। ভুল-চুক মানুষমাত্রেরই হয়। গতবার যদি কিছু ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, এবার যেন তাহার পুনরাবৃত্তি না হয়—এই তাঁহার কামনা।

আমাদের পূজায় পূজকের সাধ্য অনুসারে তিন রকম আয়োজনের কথা লিখিয়াছেন শাস্ত্র :

১) ষোড়শোপচার—''আসনং স্বাগতং পাদ্যম্ অর্ঘ্যম্ আচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমং স্নানং বসনাভরণানি চ। গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥''—আসন, স্বাগতসম্ভাষণ, পাদ্য, অর্ঘ্য,

আচমনীয় জল, মধুপর্ক, পুনারাচমনীয়, স্নান জল, বসন, আভরণ, গন্ধ (চন্দন), পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং প্রণাম—এই হইল ষোড়শ অর্থাৎ ষোলো রকমের উপচার।

২) দশোপচার—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং প্রণাম—এই হইল দশ অর্থাৎ দশরকমের উপচার।

৩) পঞ্চোপচার—'গন্ধং পুষ্পং চ নৈবেদ্যং ধূপং দীপং তথৈব চ'—গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, ধূপ এবং দীপ—এই হইল পঞ্চোপচারে পূজার উপকরণ।

শাস্ত্র বলিয়াছেন : 'অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাম্'—পঞ্চ উপচারে পূজা সম্ভব না হইলেও ধূপ, চন্দন এবং ফুল দিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে' এই বলিয়া পূজা করিবে। এইটুকুও যদি সম্ভব না হয়, তবে 'তদভাবে চ ভক্তিতঃ'—তবে শুধু ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিভরে প্রণাম করিতে হইবে।

কবিবর Wordsworth যিনি 'High Priest of Nature' বলিয়া খ্যাত, তিনি প্রকৃতিতে চেতনার কথা শুনাইয়াছেন। ভারতবর্ষ প্রকৃতিতে দেবত্ব দর্শন করিয়াছে। আমরা 'নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' বলিয়া দুর্গাদেবীর পূজা করি। নবপত্রিকার প্রতিটি পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেবীর নিবাস। কলাগাছে তিনি ব্রহ্মাণীরূপে অবস্থান করেন। আমরা 'রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ' বলিয়া তাঁহার অর্চনা করি। অশ্বত্থবৃক্ষ আমাদের কাছে নারায়ণ, বট লক্ষ্মীস্বরূপিণী। বট এবং অশ্বত্থের বিবাহ দেওয়ার শাস্ত্রীয় কথা আছে। এমন বিবাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

দেবী দুর্গাকে 'সর্বার্থসাধিকে' বলিয়া প্রণাম করি। আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন, তিনি সাধন করেন। বিদ্যা চাই, তাঁহার বামে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। বিত্ত চাই, তাঁহার দক্ষিণে দেবী লক্ষ্মী। পুত্র কামনা করি, তাঁহার বামে ময়ূরবাহন কার্তিক। উদ্যোগে সিদ্ধি চাই, তাঁহার দক্ষিণ বাহুবল্লরীর তলে 'গণপ' অর্থাৎ গণেশ। তাঁহার দেহের উপরে হাতির মাথা, উদর স্ফীত। ওই ভারি মূর্তির বাহন মূষিক। সে তবে কত বড় আয়তনের সে-ভাবনা জাগে মনে।

জননী, তোমার নিমন্ত্রণপত্র রচনা করিতে বসিয়াছি। বারে বারে কৈলাসের দিকে নয়ন ফিরিতেছে। দিন আগত ওই। যুক্তকরে বলিতেছি—গৃহস্থের নিভৃত নিলয়েই হোক অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ জনতার বিপুল মণ্ডপেই হোক, যেখানে সন্তান তোমায় ডাকিবে, সেখানেই তোমার দশভুজা মূর্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়ো। সন্তানের ডাকে জননী হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতের বিচার করেন না।

''শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥'

—শিব শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইলেই প্রভাববান হন, নহিলে এমন যে দেবতা, তিনি নড়িতেও পারেন না। সেই শিব-শক্তি শিবানীর রক্তকমলের মতো অরুণাভ চরণযুগলে শির রাখিয়া বলিতেছি—'জননী, আবিরেধি'—জননী, তুমি আবির্ভূত হও।

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

৮ অক্টোবর ২০১৯ বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে।

১৩ অক্টোবর ২০১৯ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় দুপুরবেলা বন্ধ থাকবে।

২৭ ও ২৮ অক্টোবর ২০১৯ শ্রীশ্রীকালীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় দুদিনই দুপুরবেলা বন্ধ থাকবে।